কলম ভ্রমণের একটু আধটু

বিপ্লব বসু

মানুষ কত কী যে ভেবেছে ! তার মধ্যে কিছু কিছু লিখেছে আবার কিছু কিছু ছাপিয়েওছে। একস্মটি হয়েইচলেছে। বিষয়ের ইয়াত্তা নেই। পর্যটন তারই মধ্যে একটা তবে পরিমানে কম। কিছু সরাসরি পুস্তকাকারে। কিছু পত্র পত্রিকায়, সাধারণতঃ সাহিত্য কিংবা পাঁচমিশেলী পত্রপত্রিকা। ইদানীং অবশ্য দৈনিক পত্রিকায় সাপ্তাহিক ভ্রমণ আলেক্ষ্য থাকছেই। তবে এরই মধ্যে হয়েছে কী, কিছু নিখাদ পর্যটন সংক্রান্ত পত্রিকারও আবির্ভাব ঘটে গেছে।

এই বিশেষ পত্রিকাগুলিরও সেই চিরাচরিত শ্রেণীবিন্যাস লিটল ম্যাগাজিন এবং বাণিজ্যিক পত্রিকাগুলির ভূমিকা এখানে গুত্বপূর্ণ। এদিকে লিটল ম্যাগাজিন গোত্রের ভূমিকা ও অস্তিত্ব বা অস্তিত্বের ভূমিকাও কিন্তু ভীষণ গুত্ববূর্ণ। পত্রিকাগুলির কথা বললাম বটে। বাংলায় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একটি পত্রিকায় রমরমিয়ে ব্যবসা করছে ভ্রমণ। বেশ খিছুদিন থেকে করছে এবং যোগ্যতার সঙ্গে করছে। প্রকাশনার মান ও প্রচারসংখ্যা বেশ উঁচু। সম্প্রতি সফর কলেবর বৃদ্ধি করে বড় জায়গা করে নিয়েছে। পর্যটন ও নজর কেড়েছে। সরকারী পত্রিকা পশ্চিমবঙ্গ এর পর্যটন সংখ্যাগুলি প্রকৃতপক্ষেই মূল্যবান। ভ্রমণ বিচিত্রা ট্যাবলয়েড প্রকাশিত হচ্ছে ৯৮ থেকে। আছে আরও কিছু পত্রিকা, তবে মতিগতি অতি বাণিজ্যিক।

বহুদিন থেকেই পশ্চিমবঙ্গে পর্বতারোহণ সহ অভিযানমূলক পর্যটনের (কারও কারও মতেadventure sports) বৃত্তটি বেশ বড়। প্রচুর সংস্থা রয়েছে। এদের অনেকেই তাদের বাৎসরিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে স্মারকপুস্তিকা বার করেন। এখানে প্রচুর লেখালেখি হয়। এগুলি অধিকাংশ সময়েই অত্যন্ত সমৃদ্ধ রচনা। এই বৃত্তে পা রাখলে পণ্ডীবদ্ধ হয়ে যাওয়ার কোন অ াশঙ্কাই নেই, কারণ এর পরিধি হিমালয়ের মতই বিশাল। অঅর প্রকাশিত পুস্তিকা বা পত্রিকার তালিকাও বিশাল। অন্তত কয়েকটির নাম বলে নেওয়া যাক---কাঞ্চনজঙঘা, Call of the unknown, দিগন্ত, Blu Horizon, শিবলিঙ্গ, kamet,পথিকমন, Gangotri,ট্রেক এণ্ড থ্রীল, আর এম সি জার্নাল, The Treck, তিতাস, Trail, Pinnacle । এছাড়া আরও বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পত্রিকা ছিল। ছিল মানে ছিল। অনেক নেই, অনেকে আছে। নতুন নতুন জন্মও নিচেছ। পরবর্তী ক্ষেত্রে এরা শুধুমাত্র পর্বতকেন্দ্রিক আর হয়ে থাকেনি। সব ধরনের অভিযানমূলক পর্যটন সহ, পরিবেশ ভ াবনা, সমাজ সমীক্ষা বা অন্যান্য ভ্রমণ সম্বন্ধেও লেখালেখি হয়েছে। পত্রিকা হিসাবে এদের প্রত্যেকের চরিত্রগত কিছু বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ার মতন। মুসাফির এর মতে--- সেই সাহিত্য সার্থক হয় পাঠককে যা কল্প থেকে মানসভ্রমণে নিয়ে যেতে পারে । চরৈবেতি (বসিরহাট) শিক্ষামূলক ভ্রমণ, উচচ হিমালয় পদযাত্রা ও পর্বতারোহন বিষয়ক সাময়িকী। ‘Campfire’ –an original literature on adventure & related aspects. তিতাস তো অনায়াসে যে কোন পত্রিকা স্টলে জায়গ া করে নিতে পারে, এতটাই সপ্রতিভ। একসময় প্রকাশনা ভিত্তিকপ্রতিযোগিতাও চালু ছিল। অশ্রুময় গুহঠাকুরতা, শিবনাথ চ্যাটার্জী, প্রদীপ্ত সরকার, জগন্নাথ ঝিাস সহ আরও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাহচর্যে বেশ কিছু পত্রিকা বিশেষ উচচতা লাভ করেছিল। কমল গুহ মহাশয় দীর্ঘ ৩৭ বছর ধরে সম্পাদনা করে আসছেন হিমবন্ত, হিমালয় কেন্দ্রিক একটি সংবাদ ভিত্তিক মাসিক। কমল গুহর আড়ম্বরহীন, নিরলস, পরিচছন্ন, গুত্বূর্ণ ও দায়বদ্ধ এই উদ্যোগ আদায় করে নিয়েছে আন্তর্জাতিক প্রশংসা (আন্তর্জাতিকপর্বতারোহণের সর্বোচচ সংস্থা হুচটু সম্পাদকের বিচারে যুগ্মভাবে প্রথম চারটে পত্রিকার একটি)। শুধু প্রশংসা নয় আন্তর্জাতিক মহলে পত্রিকাটি সংবাদ ও তথ্যের জন্য খুবই গুত্ব পায়। এখানে আছেন বা ছিলেন বহু ম ানুষ। যারা এই বৃত্তের বাইরেওলেখক বা ব্যক্তি হিসাবে সমাদৃত। তাঁদের মধ্যে আবার কেউ কেউ প্রবাদপ্রতিম। হিম ালয়কে দেখার এক অদম্য আকাঙ্খা তরঙ্গের মত আছড়ে পড়ে প্রত্যাহিক জীবনের শান্তি তছনছ করে দেয় (হিমেল হাওয়

ার সম্পাদকীয়, এই বছরেই মাসিক পত্রিকাটি দৌড় শু করেছে), দিচ্ছে সেই কবে থেকে। ফলশ্রুতির একটি, এই বিশাল কলম কর্মকাণ্ড। কোন একদিন হয়ত কোন একজনের গবেষণার বিষয় হবে পর্যটন রচনা। সেদিন গবেষণার স্থান অধিকার করে রাখবে সাহিত্য ও বিষয় গুনে উজ্জ্বল এই কলসংস্কৃতি।

অতীন্দ্রশঙ্কর রায়ের চেতনায় পর্যটন এমনই ছাপ ফেলেছিল যে তিনি একটি পর্যটন পত্রিকাই বার করে ফেললেন। সম্ভবত ষাটের দশকের শেষদিকে, Indian Tourist । ঝকঝকে একেবারে আধুনিক চেহারার। কারো কারো মতে সম্ভবত এটাই নাকি পশ্চিমবঙ্গের প্রথম পর্যটন পত্রিকা। এটি মাসিক পত্রিকা ছিল, দাম এক টাকা। প্রচুর ছবি থাকত। পত্রিকাটির অনেক উচ্ছ্বসিত গল্প শুনেছি, তবে চোখে দেখি নি। হোক ইংরেজী তবু বাংলার প্রথম (!)পর্যটন পত্রিকার জন্য উচ্ছ্বাস যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত। পত্রিকাটির পচিয় ছিল-- a monthly journal devoted to promotion of tourism । বিপনন বিভাগের দুর্বলতায় সম্ভবত ৭৬ সালে পত্রিকাটি বন্ধহয়ে যায়। এরপর তিনি সন্মার্গ পত্রিকায় এ্যাডভারটাইজমেন্ট ম্যানেজার পদে যোগ দেন। ওখানে থেকেই ফের তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হল Travelworld. A monthly publication of Tourism. দাম ২ টাকা। ১৯৭৯ সালের জুলাই মাস--- পত্রিকার প্রথম বছরের চতুর্থ সংখ্যা। এই সংখ্যার সূচীপত্রে একটু চোখ বোলান যাক--- পর্যটকের মিউজিয়ম সংক্রান্ত সহায়তা, বদ্রীনাথের ওপর এক অতিন্দ্রীয় ঘটনা, আই টি সির ডেপুটি চেয়ারম্যানের পর্যটন বিষয়ক সাক্ষাৎকার, ট্রেকিং ট, কেদারবদ্রী সুলুকসন্ধান, রাজ্য পর্যটন, প্রতিবেশী দেশের পর্যটন, সাম্প্রতিক পর্যটন সংক্রান্ত ঘটনাবলী, ওয়াইল্ড লাইফও ইকোলজী ইত্যাদি আরও অনেক কিছু। সম্পাদকীয়টি তথ্যপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ। এই পত্রিকাদুটিরইহয়ত দেশী বিদেশী পত্রিকার প্রেরণা ছিল, কিন্তু অতীন্দ্রবাবুর কৃতিত্ব কে ানমতেই খাটো করা যাবে না। পত্রিকার মান রক্ষার্থে তিনি অত্যন্ত সচেষ্ট ও সফল ছিলেন। পত্রিকাটির আকার ডাবল ক্র াউন ছিল। ছিল আকর্ষণীয় প্রচ্ছদ। পত্রিকাটির থেমে যাওয়ার কারণ ছিল অতীন্দ্রবাবুর মৃত্যু।

মনোজ দাস পেশাগত জীবনের প্রথম দিকে যুক্ত ছিলেন দি স্টেটসম্যান -এর সম্পাদনা বিভাগে। পরে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল জার্নাল এর সহ সম্পাদক। তাঁর সাহিত্য অনুরাগ বরাবরের। ফরাসী থেকে সরাসরি অনুবাদ করেছেন। তাঁর একটি উপন্যাস চলচিত্রায়ণও শু হয়েছিল। নায়ক নায়িকা ছিলেন উত্তম - সুচিত্রা। এই মনোজ দাসের আবার আলাদা ভাবে ফ্রী লান্স নামে ম্যাগাজিনে একটি নিয়মিত কলাম ছিল স্টোরি ইন দা বাসেস। এক অদ্ভুত ঘটনায়পত্রিকাটি এক বছরের জন্য বন্ধহয়। কিন্তু মনোজ দাস তীব্র অভিমানে ওখানে আর যান নি। যোগ না দিয়ে জন্ম দিলেন ভ্রমণ কাব্য-র। হ্যাঁ বাংলা ভাষায় প্রথম পর্যটন পত্রিকা। বেড়াতে ভালবাসলেও সে অর্থে কোন প্রবল অনুরাগছিল না। হয়ত কিছু করে দেখানোর তাড়না, সম্পাদনার অভিজ্ঞতা, পর্যটন নামক একটি মৌলিক সুযোগ, বিদগ্ধ বন্ধুজনদের সোচচার সমর্থন, জন্মদাতাকে প্রেরণা ও সাহস জুগিয়েছিল। একটি ভ্রমণ সমাজ গড়ে তোলাও একটা বাসনা ছিল। অক্টোবর ৬৭তে লেটার প্রেসে ছাপা, ১/৮ ডিমাই আকারের ত্রৈমাসিকটি দ্রুত জনপ্রিয় হয়েছিল। ১৯৭০ -এর জুলাই থেকে ভ্রমণকাব্য রূপান্তরিত হল মাসিকে, দাম পঁচাত্তর পয়সা। এই জনপ্রিয়তা বজায় ছিল ১৯৭৫ -এর অক্টোবর--- মনোজ দাসের মৃত্যু পর্যন্ত। একা মানুষ, মাসিক পত্রিকার ধকল নিতে পারেন নি। পত্রিকারও আর প্রকাশ ঘটে নি। পত্রিকায় মুদ্রক, প্রকাশক, সত্ত্বাধিকারী, সম্পাদক একজনই শ্রী মনোজ দাস। পত্রিকার সূত্রে যোগাযোগ হয়েছিল প্রচুর এমন আগ্রহী ও অভিজ্ঞ লোকজনদের সঙ্গে। ভ্রমণের বীজ পুঁতেছিলেন বহু মানুষের মনে। নিয়মিত বৈঠক বসাতেন। তার সাহিত্য মননে সার্থক হয়েছিল নামকরণটি। সবসময় কেবল নিপাট ভ্রমণ কাহিনী নয় বিষয়বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ ছিল ভ্রমণকাব্য। আর্ল ডেনম্যানের এলোন টু এভারেস্ট এর বঙ্গানুবাদ। কুমারেশ ঘোষের রসস্থ বিদেশ ভ্রমণ, কমলা মুখোপাধ্যায়ের নেফা, পর্যটন সম্বন্ধে নিবন্ধ, বিদেশে মেলা। কবিতা, সাধ্যমত ছবি, পুজো উপলক্ষ্যে কলেবর বৃদ্ধি, চিশীল রঙ্গীন প্রচ্ছদ, মানচিত্র--- পত্রিকাকে নিখুঁত করবার চেষ্টার খুঁত ছিল না। আবার এরই মধ্যে চিঁড়ের পুটলী বোধে সশরীরে পুলিয়ার হাজির, পর্যটন সম্ভাবনা সরেজমিন করতে। মনোজ দাস ভ্রমণের চারটি মাত্রা বেছে নিয়েছিলেন--- ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট এবং নৈসর্গিক--- দৃশ্য (পরিবর্তনশীল) এবং এই সবকটিকেই পত্রিকায় ধরার চেষ্টা করতেন। শুধুমাত্র শখ বা জেদ নয় পত্রিকা পরিচালনার তার দায়িত্ববোধকেও সম্ভ্রম জানাতে হয়। বাংলায় প্রথম পূর্ণাঙ্গ দাপটে চলা পত্রিকাটি তার প্রমাণ। মনোজবাবু বাংলার পত্রিকা সংস্কৃতিতে যোগ করেছিলেন নতুন মাত্রা, প্রথম বাংলা পর্যটন পত্রিকা।

ভ্রমণকাব্যের অক্টোবর ৭২-এর সম্পাদকীয়তে প্রথম পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন সম্মেলনের হয়ে জোরাল সওয়ালদেখা যায়। ভ ারতে প্রথম এ ধরনের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল হুগলীতে। আয়োজনে ভ্রণবার্তা। পঞ্চাশের দশকে ভারতই প্রথম দেশ যে ইউরোপে পর্যটন দপ্তর হোলে। আর ঐ দশকের গোড়াতে পশ্চিমবঙ্গেই ভারতের মধ্যে প্রথম ট্যুরিস্ট ব্যুরো গঠিত হয়। যেমন এই ঘটনারই পরস্পরায় ছিল এই সম্মেলন। আসলে ভ্রমণ বার্তা ছিল একটি আন্দোলন, যেখানে ভ্রমণবার্তা মাসিক পত্রিকা একটি উপকরণ। প্রধান উদ্যোত্তা ছিলেন প্রতাপাদিত্য মল্লিক। সহযোগী তার ভাই প্রমোদাদিত্য মল্লিক। প্রতাপা দ্যিত মল্লিক পঞ্চাশের দশকে হেঁটে ও সাইকেলে সারা ভারত ভ্রমণ করেন।পত্রিকা প্রকাশে মন্ত্রণাদাতা ছিলেন নীতিশচন্দ্র ব াগচী ও সুহাস সমাজদার। পরপরই যোগদান করেন শম্ভুনাথ দাস,সম্রাট সেন, শঙ্কুমহারাজদ্বয়, দিলীপ মিত্র। আরও একজন অত্যন্ত সত্রিয় সহযোগী ছিলেন ভূপতিরঞ্জন দাস। যার অনিসন্ধিৎসু পথচলাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন স্বয়ং পণ্ডিত সুকুমার সেন মহাশয়। ভূপতিবাবুই পাঠকদের একটি বিষয় হতে পারেন। তৎকালীন নাম নথিভুক্ত করনে আধিকারিকের খ ামখেয়ালিতে ভ্রমণ নামটি অগ্রাহ্য হল। অগত্যা নামকরণ হল ভ্রমণবার্তা। ১৯৭১ -এর অক্টোবর থেকে ভ্রমণবার্তা প্রকা শিত হয়ে আসছে। পাঠকদের উৎসাহ ও আগ্রহে বার্তা রূপান্তরিত হল সাপ্তাহিকে। সাপ্তাহিক হওয়ার দৌলতে বার্তার ক্ষীণতনু পাঠককুল আবার সইতে পারলেন না। অতএব দ্ধং শরণং মধ্যপন্থা - পাক্ষিকে রূপান্তর। উথালপাথালে গতিপথ বুঝিয়ে দেয় নদীর জলধারণ ক্ষমতা গতি । কলকাতা, উত্তরপাড়া সহ বিভিন্ন জায়গায় নিয়মিত আড্ডাআলোচনায় বার্ত ায় পাল তখন পূর্ণগর্ভা। সুদূর আন্দামানে গিয়ে সম্মেলন করে সরকারী নজর কাড়ল। কলকাতার সমস্ত স্টলে তখন বির াজ করছে ভ্রমণবার্তা। বার্তা নিজের পরিচয় দিচ্ছে তথ্যবিষয়ক ও তথ্যমূলক। নতুন শাখা খুলেছে পর্যটন গবেষণা কেন্দ্র। প্রকাশিত হচ্ছে নতুননতুন স্পট। একদম কাছেপিঠের স্থানের গুত্বের কথা । খুব কম খরচে কম সময়ে ঘুরে আসার খোঁ াজখবর। থাকত মূল্যবান প্রস্তাব। ভূপতিবাবুর স্লোগান ছিল দুয়ার হতে অদূরে, রেললাইনের দুয়ারে। অভিযান মূলক ভ্রমণের খুঁটিনাটি ইত্যাদি যাবতীয় ভ্রমণের হাট ছিল এই ভ্রমণবার্তা। উমাপ্রসাদ, প্রবোধ সান্যাল থেকে কেউ বাদ ছিলেন ন া লেখা দিতে। এই সময় স্বতঃপ্রবৃত্ত মিলিত প্রচেষ্টায় ভ্রমণবার্তা এক অসাধারণ কাজ করেছিল যার ভূমিকা সুদূরপ্রসারী। গত পঁচিশবছর ধরে ভ্রমণ বিষয়ক একটি বাণিজ্যিক প্রয়াস বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে তুমুল জনপ্রিয়। ভ্রমণবার্তার দাবী তারাই ছিল ঐ প্রয়াসের অন্যতম অনুপ্রেরণা। গোড়ায় অল্প কিছুদিন বার্তায় উদ্দেশ্য ও চরিত্র একটু অন্যরকম ছিল। শুর কিছুদিনের মধ্যেই প্রতাপাদিত্যবাবু পত্রিকার ভার প্রমোদাদিত্যবাবুর হাতে তুলে দেন, পত্রিকার চরিত্রও ঐ সময়েই আলে াচ্য ধারায় পরিবর্তিত হয়। ঐ সময় ভ্রমণ সংক্রান্ত যে কোন ব্যক্তি বা দপ্তর প্রমোদবাবুকে একডাকে চিনতেন। প্রমোদবাবুর অনড় উদ্যমে আজও ভ্রমণবার্তা প্রকাশিত হয়ে আসছে। অবশ্য আজকের ভ্রমণবার্তার সঙ্গে তুলনীয় একমাত্র কোন ভগ্নপ্র ায় জমিদারবাড়ির, যাকে দেখলে তার অতীত হয়ে যাওয়া গরিমার লেশমাত্র ঠাহর করা যায় না। অবশ্য নতুন উদ্যমে ব ার্তা আবার প্রকাশের পথে।

পর্যটন ও ভ্রমণ সাধারণ ভাবে প্রায় সমার্থক শব্দ। আবার সাধারণভাবেই আভিধানিক অর্থে, ব্যাপকভাবে ভ্রমণকে পর্যটন বলা হচ্ছে। প্রাতঃভ্রমণকে তো প্রাতঃপর্যটন বলা যায় না। পর্যটন শব্দেরও যদি ব্যাপক অর্থ খোঁজা হয় তবে বোধহয় হিম ালয় পত্রিকায় কথা চলে আসবে। বাঙ্গালী কেন ভারতীয় জাতি হিসাবেও পত্রিকাটিক নিয়ে গর্ব করা চলে। একটি জাতি, একটি পর্বতশ্রেণীকে নিয়ে এমনভাবে এতভাবে ভেবেছে, বিস্মিত হতে হয়। ১৯৭১ সালে--- হিমালয় বিষয়ে আগ্রহী কয়েকজন ভূগোলবিদ ও অনুরাগীদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল হিমালয় সমীক্ষা পরিষদ। প্রধান উদ্দেশ্য --- হিমালয়ের বিভিন্ন বিষয়গুলি প্রাকৃতিক, ভৌগোলিক ও সামাজিক অবস্থায় ধর্মে ও বিশ্বাসে ভাষা ও স্থাপত্যে-- জনজীবনে হিমালয়ের প্রভাব, এ অঞ্চলের জীবজন্তু ও পশুপক্ষী, আবহাওয়া জনবসতি ও জীবনধারন এখানকার প্রাকৃতিক শক্তিকে কীভাবে কাজে লাগান যায় তার সমীক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে জনসমক্ষে আগ্রহ সৃষ্টি করা। ১৯৭২ সাল থেকে হিমালয় প্রকাশিত হওয়া শু হয়। সম্পাদক ছিলেন মিহির সেনগুপ্ত। প্রথম দিকে অনিয়মিত থাকলেও, ৭৭ সালে নবউদ্যমে বাৎসরিক সংকলনটি নিয়মিত প্রকাশিত হতে শু করে। এই সময় পরিষদের সম্পাদক হন কমলা মুখোপাধ্যায়। ৮০ দশকের শেষদিক পর্যন্ত বলা যায় পত্রিকার সুবর্ণযুগ। আইনি কারণে পত্রিকার নামের সঙ্গে মাঝেমধ্যে সমীক্ষা বা পরিষদ শব্দের যোগবিয়োগ ঘটেছে।

সম্পাদক দায়িত্ব পালনে এসেছেন সেবতী মিত্র, দূর্গাদাস সাহা, দীপালি দে প্রভৃতি মানুষজন। তবে পরিষদ বা পত্রিকার মুখ্য উদ্যোগ ঐ কমলা মুখোপাধ্যায়। দুর্গাপদবাবু একবার বলেছিলেন কমলাদি ছাড়া তো অস্তিত্বটাই অলীক। সাহসী বা ধ্রুপদী যে অর্থেই হে াক কমলা মুখোপাধ্যায় এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। স্বনামে এবং স্বমহিমায় কমলাদি উজ্জ্বল। ভ্রমণ আড্ডা ২০০১ সালে কমলাদিকে মুসাফির সম্মান অর্পন করে ধন্য হয়। বর্তমানে পত্রিকা আবার অনিয়মিত হয়েছে। তবে পত্রিকা বারবার প্রথমদিককার উদ্দেশ্যগুলিকে অত্যন্ত সফলভাবে লালন করে এসেছে। এই পত্রিকার বৈভব বুঝতে বিদ্বান হওয়ার দরকার নেই, সাধারণ বোধ থাকলেই যথেষ্ট।

১৯৭৩ সালে নভেম্বর মাসে আত্মপ্রকাশ ঘটল আরেকটি পত্রিকা যাত্রিক। পর্যটন ও ভারততত্ত্ব বিষয়ক, পরিষদ - পত্রিক া। দমদম থেকে প্রকাশিত হত। উদ্যোগী ছিল নীলাদ্রিশেখর বসু এবং স্ত্রী শুভ্র সম্পাদক। একটি পরিপাটি পত্রিকা। সম্পাদন ার গুণে, বিষয় গুণে, রচনার গুণে এবং অনামী, নামী, দামী, জ্ঞানী সব ধরনের লেখনীতে ঐসময় পত্রিকাটি সমাদৃত হয়েছিলো। স্বয়ং উমাপ্রসাদ উচ্ছ্বসত প্রশংসা করেছিলেন। পত্রিকাটি প্রথমদিকে মাসিকছিল। মারণরোগে আক্রান্ত নীলা দ্রিবাবুর মৃত্যুর কিছুদিন আগে উদ্যোগটি থেমে যায়। বঙ্গভূমি ও শারদ সংখ্যারূপে দশম বর্ষপূর্তি সংখ্যার সম্পাদকীয়তে সাফল্য ও তৃপ্তির রেশ পরিলক্ষিত হয় যা ছিল কঠোর অধ্যবসায়ের ফল।

উত্তরপাড়ার ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যুরিস্ট এসোসিয়েশনের জন্ম ১৯৬০ সালে। আর এদের বাৎসরিক সংকলন যাত্রী প্রকাশিত হতে শু করে বছর পাঁচেক পর থেকে। এসোসিয়েশন নিজেই সারা বছর বেশ কিছু প্রোগ্রাম আয়োজন করে থাকে। তাছাড় া প্রচুর সদস্য সংখ্যা। অতএব কাহিনীর অভাব হয় না। সদস্যদের লেখাই প্রকাশিত হয়। এখনও প্রকাশিত হয়ে চলেছে, তবে স্বর্ণযুগ পেরিয়ে এসেছে বলা যায়। পর্বতবৃত্তের বাইরে আরো একটি চরৈবেতি, পূর্বরেল লিলুয়ার ওয়ার্কশপের একটি সংস্থা। ঐ নামেই তারা ১৯৭৭ সালে প্রথম একটি সংকলন প্রকাশ করেন। তার পরের বছরও প্রকাশিত হল। এরপর কিন্তু আর প্রকাশিত হয় নি। পরে বিভিন্ন সময়, রজতজয়ন্তী, সংহতি এবং ঝি পর্যটন এই তিনটে সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সাধারণ ভ্রমণের বাইরে গর গাড়িতে আট ঘন্টা, অবুঝমাড়ের আদিমরা, ইরাক, দাক্ষিণাত্যের তারব্বের প্রভৃতি অ াকর্ষণীয় লেখা চোখে পড়ে। রেল প্রসঙ্গ যখন উঠলই, আরেকটি পত্রিকার উল্লেখ করতেই হচ্ছে। প্রকাশিত হত যদিও ব াংলার বাইরে থেকে। Delhi Indian Railway Borough দ্বারা প্রকাশিত Indian State Railway Magazine। মা সিক পত্র ছিল এটি। যে পত্রিকাটি (মার্চ ১৯৩৪) হাতে এসেছে তার প্রচ্ছদে মুদ্রিত Vol. – VII, No. –6, Price – Annas Eight. আর্ট পেপারে ছাপা, প্রচুর ছবি। মুদ্রিত প্রত্যেকটি বিষয়েরই অবাক হয়ে দেওয়া ব্যাপ্তি। চন্দননগরের ওয়েস্ট বেঙ্গল লেডিজ ট্যুরিস্ট এণ্ড কালচারাল এসোসিয়েশন প্রায় পঁচিশ বছর ধরে প্রকাশ করে আসছে তাদের ব াৎসরিক মুখপত্র পরিক্রমা। সংস্থা যেহেতু মূল ত ঃ ভ্রমণ কেন্দ্রিক, সংকলনেও প্রাধান্য পায় ভ্রমণ মুখপত্র পরিক্রমা। প্রচ্ছদও ভ্রমণ ভিত্তিক। ছাপা হয় সাড়ে তিনশকপি।

১৯৭৩ সালে মুসাফির নামে আরেকটি পত্রিকা শু হয়, প্রমথ সেন, সুপ্রিয় ঘোষ প্রভৃতি কয়েকজনের উদ্যোগে। বছর পঁ াচেক চলেছিল। লেক রোড থেকে প্রকাশিত হত। বছরে দুটি বেত, ভ্রমণ সাহিত্য সংখ্যা, ভ্রমণ ঋতু সংখ্যা, নববর্ষ সংখ্যা ইত্যাদি। এটিও উত্তরসূরীদের ধারা অনুসরণ করে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছিল।

কালীবাড়ি, ক্লাব, কবিতা, আড্ডা, পত্রিকা ইত্যাদি জীবাণু দ্বারা বাঙ্গালীয় রক্ত সংক্রামিত। কোন সময় কার দেহে কী সংক্রমণ ফুঁড়ে বেবে দেবা ন জানন্তি। যেমন বেল ১৯৪৮ তে শ্রীহর্ষ মল্লিক ও তার বন্ধুবান্ধবদের দেহে। প্রথমবার দল বেঁধে পাহাড়ে বেরিয়ে এসে সেই মহৎ ইচ্ছা চাড়া দিল, অন্যদের জানাতে হবে, ব্যাস, জীবাণুর আক্রমণ প্রকট হল, প্রকাশিত হল পথ ও প্রান্তর। দলের একজন অজিত দত্ত, কোন তথাকথিত ইন্টেলেকচুয়াল ছিলেন না, সাধারণ একজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রী ছিলেন। তার নামকরণ সবাই একবাক্যে মেনে নিলেন। প্রচ্ছদে পত্রিকাপরিচিতিতে লেখা হত হিমালয় বীক্ষণ, প্রকৃতি পর্য ালোচনা ও ভ্রমণ বিষয়ক মননশীল সাহিত্য পত্রিকা। ত্রৈমাসিকটির শুতে দাম ছিল ৩টাকা। ১৯৯৯ -এর জুন মাসে পত্রিক

াটির ৫০ তম এবং শেষতম সংখ্যাটি প্রকাশের সময় দামবারো টাকা। পত্রিকার চাহিদা যখন তুঙ্গে, তবু শেষতম। শ্রী হর্ষ মল্লিকের ধ্যানজ্ঞান তখন ভ্রমণকে বিষয় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার। সম্পাদনা করতে করতে অভিজ্ঞতা বেড়েছে, ক্রমশঃ অনুভূতি হয় ট্রাভেলিং ইজ দি পার্ট অফ এডুকেশন। প্রত্যেক সংখ্যায় থাকত ত্রোড়পত্র। রূপকুণ্ড, মেলা, ফটোগ্রাফি, রেলগাড়ি, মিউজিয়ম, পুরাকীর্তি, ট্রেকিং--- বিষয় হতে বোধহয় আর কিছু বাকী ছিলনা। বিহার, উড়িষ্যা থেকে শান্তিনিকেতন, অজন্তা আবার জলধর সেন, রামনাথ বিশ্বাস থেকে সুবোধ চক্রবর্তী--- এতসব ধরেছে ত্রোড়পত্রে। তাক লাগান ব্যাপ্তি পত্রিকার খ্যাতি ওজন বাড়িয়েছিল বহুগুণ। যত্নশীল প্রচ্ছদ, মানছিত্র, ছবি, ঈর্ষনীয় কলেবর আর উদ্ভাবনীর চমৎকারিত্বে প্রচার সংখ্যা ছাড়িয়েছিল ৮৫০-এর বেশি। ত্রোড়পত্রগুলি সম্পাদিত হত আমন্ত্রিত সম্পাদকদের দ্বারা। সম্পাদকের বুদ্ধিদীপ্ত যত্ন টের পাওয়া যেত পত্রিকার সর্বাঙ্গে। ছড়া, ধাঁধাঁ, পুস্তক সমালোচনা প্রভৃতি ভ্রমণ কেন্দ্রিক নিয়মিত বিভাগগুলি ছিল বাড়তি আকর্ষণ। হিমালয় প্রসঙ্গ, ভ্রমণ চিন্তা, ভ্রমণ কাহিনী, ধারাবাহিক রচনা, ভ্রমণ পরিপূরক ইত্যাদি আরও অনেক শিরোনামে নানাস্বাদের লেখাগুলি ছিল পত্রিকার সম্পদ। সমস্ত চিন্তাভাবনা অনুযায়ী লেখক পাওয়া যেত না, ফলে শ্রীহর্ষ নানান মজাদার ছদ্মনামে নিজেই লিখতেন। পত্রিকার উন্নতির জন্য বহু মানুষের দ্বারস্থ হয়েছেন শ্রীমল্লিক। আশাতীত সহযোগিতা পেয়ে এসেছেন শুর দিনের বন্ধুদের কাছ থেকে। এ যাবৎ প্রকাশিত পত্রিকার মধ্যে এটিকে অন্যতম সমৃদ্ধ পত্রিকা বলতে দ্বিধা নেই।

কিছু স্বীকৃত পর্বত অভিজ্ঞদের নাক উঁচু মনোভাব, সৃষ্টি করেছিল অভিমান, আর সেই অভিমানে জন্ম নিল আরকটি পত্রিকা 'চল যাই'। সরকারী কাগজ ছাড়া একমাত্র নিজেদের পত্রিকাতেই তাঁদের লেখা দেবেন। এই অঙ্গীকারে সঙ্গবদ্ধ হলেন কিছু মানুষ। নেতৃত্বে বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশ্বনাথ বাবু ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্বের অধ্যাপক। নৃতত্বের সমাজ ও সংস্কৃতি শাখার গবেষক। তাছাড়া ছিলেন পথ ও প্রান্তর এর একজন অন্যতম স্থপতি। ১৯৮৮ থেকে স্বমহিমায় চলযাই আজও চলমান। অসাধারণ নামকরণটি করেছিলেন সুবোধ চক্রবর্তী। সম্প্রতি নামটি আত্মস্থ হয়েছে একটি বাণিজ্যিক ভ্রমণসংস্থা দ্বারা। পত্রিকা সৃষ্টির আরেকটি সূক্ষ্ম কারণ ছিল। পথওপ্রান্তরের বিষয়স্তর ধারা ও উপস্থানার ক্ষেত্রে একটু ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীই ছিল এই দ্বিতীয় কারণ । চলযাইতে এই উপস্থাপনা অনেক সোজাসাপটা। হিমালয়ের প্রাধান্য তো থাকতই সঙ্গে পুরাতত্ত্ব ও তীর্থ, বিদেশ, ঐতিহাসিক গুত্ব, আশপাশ, পরিবেশ ইত্যাদি সববিষয়ই ত্রৈমাসিকটিতে দেখা যেত। সদ্যপ্রয়াত বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্য প্রীতি নিয়ে লালন করে এসেছেন চলযাই কে। শেষ সম্পাদকীয়তে তিনি উচ্ছ্বসিত ছিলেন প্রথম বাঙ্গালীর এভারেস্ট জয়ে। বিশ্বনাথ বাবু আরেকটি গুত্বপূর্ণ কাজ করে গেছেন, একদল পর্যটনপ্রেমী ও পত্রিকানুরাগী মানুষ রেখে গেছেন, যারা পত্রিকার ঐতিহ্য বজায় রাখতে যোগ্য এবং সচেষ্ট।

প্রত্যেকটি পত্রিকাই তৈরি করেছে নতুন পাঠককুল। দেখিয়েছে দেখার, চেনার, ভাবনার নতুন খোরাক ও দৃষ্টিকোণ উৎসাহিত করেছে পথচলাকে। সৃষ্টি করেছে নতুন আঙ্গিক। অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে নতুন পত্রিকা গড়তে। যেমন পত্রপরিক্রমা। ১৯৯১ সালে পর্যটন ও পরিবহন বিষয়ক পত্রিকা পরিচিতি নিয়ে ত্রৈমাসিকটির যাত্রারম্ভ। মুখ্য সম্পাদক রূপে শ্রীমতি পি. কাশ্যপ ছদ্মনামে প্রতিমা চট্টোপাধ্যায়ের দেখা পেলাম। তাঁর স্লোগান ছিল কলকাতারকাছে বহু দেখার আছে। এই ধরনের পত্রিকাগুলিতে কিছু লেখক -এর নাম প্রায়ই দেখা যেত এবং যায়, প্রতিমা চট্টোপাধ্যায় এরকমই একটি নাম। তাঁর সঙ্গে স্বামী সহ আরও একদল উৎসাহী মানুষ ছিলেন। বিষয় বৈচিত্রের সাবালকত্বের দাবী ছিল পত্রিকার। পত্রিকায় দেখা যেত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের হলিডে হোমের খোঁজখবর। থাকত বিভিন্ন ভ্রমণসংস্থার রেটসহ ভ্রমণসূচী। বিভিন্ন সংস্থার অভিযান বা সাফল্যের খবর। ২০০৩ -এ পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ হলেও প্রতিশ্রুতি আছে আগামী বইমেলায় পুনঃ প্রকাশের।

১৯৯৩ সালে পূর্বল্লোখিত ভ্রমণ পত্রিকার প্রকাশ। ৭৭-এ প্রকাশ ভ্রমণসঙ্গী গাইড বুকের। পরপরই আসেভারত ভ্রমণ (বারিদ বরণ ঘোষ) এবং প্রদীপ্ত সরকারের একটি গাইড বই। এছাড়া শক্তি চট্টোপাধ্যয় মুদ্রিত ভ্রমণ আলেখ্য, এরা মিলে বাঙ্গালীর রক্তে ভ্রমণ জীবাণুর শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছে। এগুলি প্রত্যেকটি বাণিজ্যিক প্রয়াস। ১৯৭৫ -এ কিন্তু আরেকটি ইংরাজী গাইড বই কলকাতা থেকে প্রকাশিত হত। হ্যাণ্ডবুক অফ ইণ্ডিয়া (অল ইণ্ডিয়া বুক) সংকলক ডি চ্যাটার্জী, প্রকাশক প্রিন্ট এ্য

াণ্ড পাব্লিকেশন সেলস কর্নার, ১৬ নং কলেজ স্ট্রীট, কল - ৭৩। এর মধ্যে হয়ত আরও কিছু পত্রিকার আবির্ভাব ঘটেছে, বিশেষ করে মফস্বল থেকে। যেকোন কারণেই হোক চোখে পড়েনি। আসলে একটি পুরনো এই ধরনের পত্রিকা দেখে আগ্রহ জন্মায়। খোঁজখবর নিয়ে আরও কিছুর সন্ধান পাই। সবগুলিকে সংকলিত করার চেষ্টাতেই এই উপস্থাপনা। আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে ফাঁকফোকর থাকার। সত্যিকথা বলতে কী গবেষক নিষ্ঠার অভাবই এর মূল কারণ। ৭০ দশক ছিল র াজনৈতিক টালমাটালের দশক। কিন্তু এ ধরনের পত্রিকার পক্ষে দশকটি বেশ স্বাস্থ্যকরই ছিল। তুলনামূলক ভাবে ৯০ দশক অনেকটাই অনুর্বর। যাই হোক পর্যটন পত্রিকার ক্ষেত্রে অন্তত সহস্রাব্দের শুটা বেশ শুভ। আবির্ভাবেই বেশ সাড়া ফেলল পরিযায়ী (পরবর্তীকালে যারা পরিযায়ী) এরপরই এসে পড়ল সফর। ঐ বছরই হয়েছিল। দূর থেকে কাছে। পরের বছর ২০০১ আবির্ভাব যারা যাযাবর এর। পরিযায়ী এবং যাযাবরের ঘরানা প্রায় এক, দাণ ডানপিটে, কিছু মানুষের উদ্দীপনার প্রকাশ। বেড়াতে ভালবাসা, আবেগ এবং চ্যালেঞ্জ গ্রহণের ক্ষমতায় পত্রিকা দুটির জন্ম। এরা প্রায় পেশাদারী দক্ষতায় তাঁদের আবেগকে বাণিজ্যিক পালিশ দিয়ে ফেলেছেন। ফেলেও তাঁদের ভূমিকায় কিন্তু এখনও পর্যন্ত অবিচল। পত্রিকা দুটির কাগজ, ছাপার মান, ছবির উৎকর্ষতা, বাণিজ্যিকপত্রিকার ঈর্ষার কারণ। যদিও পত্রিকা দুটির আদর্শগত প ার্থক্য আছে। অঙ্গসজ্জা,বিষয় বৈচিত্র চিকন অনুভব পরিযায়ীর অলংকার। যাযাবরে কিন্তু বিষয় ছাপা হয় অনেক বেশি, নজর বিদগ্ধ, তথ্যপূর্ণ, গবেষণামূলক রচনায়। দুটিই ক্লাশ এণ্ড কোয়ালিটি কনশাস্। প্রথমটি দ্বি এবং দ্বিতীয়টি ত্রৈমাসিক য াযাবর গোষ্ঠীর অনেকেই চল ছাই এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অন্য ধরনের চিন্তাভাবনা উদ্বুদ্ধ করেছিল নতুন পত্রিকা শু করতে।

শান্তনু ও মিঠু দাশগুপ্ত, স্বামী স্ত্রী দুজনেরই নামের আগে উক্টরেট উপাধি। স্রেফ ভাল লাগা থেকে পত্রিকা ছাপানোয় জড়িয়ে পড়লেন । বেড়িয়ে এসে গল্প করতে সবাই ভালবাসেন। সেই গল্পেরই সোজাসাপটা লিখিত সংকলন বেড়ানোর গল্প। ষোল পাতার, ডাবল ডিমাই আকারে মাসিক, সাদাকালো, সচিত্র পত্রিকা। দাম মাত্র তিন টাকা। খরচ কমানোর জন্য নিজেরাই কম্পোজ করেন। ভ্রমণ যাকে সাদা বাংলায় বলে বেড়ানো, তাকেই ধরে রাখছেনছাপার অক্ষরে। প্রায় একহাজার কপি ছাপা হয়। স্বল্পভাষী সম্পাদক যথেষ্ট সংযতও, এখনি কলেবর বৃদ্ধির পরিকল্পনা নেই। সাধারণ মানুষ, বিদ্বজ্জন থেকে স্কুলপড়ুয়ারও লেখা ছাপা হচ্ছে। অঙ্গসজ্জার বাহুল্য নেই। নামটার মতই সহজ সরল ছিমছাম একটি পত্রিকা, যে কারোরই ভালো লাগবে। সহজ কথা সহজ ভাবে বলা বেজায় কঠিন। সেই কঠিন কাজটাই এরা গত ঠিক একবছর ধরে অবলীলায় করে চলেছেন।

ছ'বছর (১৯৯৮) আগে চারজনের একজনের, স্রেফ শখ হয়েছিল একটা পত্রিকা বার করার। আশেপাশে যারা লিখতে ভ ালোবাসেন, বেড়িয়ে এসে বলার জন্য যাদের মুখ নিশ্পিশ্ করে তাঁদের লেখনী সক্রিয় করা, নতুন নতুন ভ্রমণ লেখক তৈরি করা--- মোটামুটি এই ছিল উদ্দেশ্য। পত্রিকা নামক খ্যাপামো সম্বন্ধে সম্যক ধারণা ছিল।তবু অন্যেরা তাঁর শখে সামিল হয়েছিল। যেহেতু বাৎসরিক সারাদিনের ভ্রমণ আড্ডার উপলক্ষে প্রকাশিত পত্রিকা অতএব নামটিও ভ্রমণ । প্রথম বছর ড াবল - ডিমাই আকারের মাত্র চারপাতার স্টেপল করা পত্রিকা। দুএকজন খ্যাতনামা অনুযোগ করলেন পাতলা হলেও পত্রিকা বইয়ের আকারে করতে। সেই অনুযায়ী পরের বছর ১/৮ ডিমাই সাইজের আকার নিল পত্রিকা, লেখাপত্তরও একটু বেশি। কেবলই প্রশংসা। কিন্তু প্রশংসাতো সহজলভ্য, তবু একটা কাজ হল। প্রথমদিকের মনোযোগ স্থনান্তরিত হয়ে গেল। কেবলমাত্র নিপাট ভ্রমণ কাহিনী নয়, শু হল ভ্রমণকে বিষয় করে ভ্রমণ। বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষদের কাছে স্বন ামধন্যদের কাছে ফরমায়েশ দিয়ে লেখা সংগ্রহ চলতে লাগলো। যাদের অবদানে পর্যটন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমৃদ্ধ হচ্ছে (ভ্রমণ সম্মান) অথবা সেইসব বিশিষ্ট মানুষরা যারা বিস্মৃতির পথে (মুসাফির সম্মান), তাঁদের সম্মান জ্ঞাপন। প্রতিযোগিতা নয় নতুন দিশা, ভাবনা, ধারার খোঁজ। শিল্প ও লোকসংস্কৃতি, পরিবেশ, ইতিহাস, প্রভৃতির সঙ্গে পর্যটনের সখ্যতার মাত্রা বোঝার চেষ্টা। ভ্রমণ আড্ডা ছাপার অক্ষরে ও আড্ডার মাধ্যমে এই চিন্তাভাবনা সঞ্চারিত করার চেষ্টায় রত।

বাণিজ্যিক এবং অবাণিজ্যিক শব্দ দুটির মধ্যে, প্রথমটির মধ্যে কেমন যেন একটু নাক সিঁটকানোর ব্যাপারআছে অবাণিজ্যিক শব্দটির মধ্যে আছে একটু মহিমান্বিত ছায়া। এই ধরনের অহেতুক ভাবালুতার দ্বারা পর্যটনও আক্রান্ত। বাণিজ্যিক উদ্যোগের প্ররোচনা যদি হয় জীবিকা তবে অবাণিজ্যিকের আবেগ। দুটির মধ্যে গুত্বপূর্ণ হল চি। তথ্যসর্বস্ব বাণিজ্যিক পত্রিকা বলে আমরা ঠোঁট উল্টাই। কিন্তু তথ্যের গুত্ব তো উড়িয়ে দেওয়ার নয়। তথ্যকে সর্বস্ব করে কেউ জীবিকার্জন করলে আপত্তির কিছু থাকতে পারে না। আবার নিছক আবেগ সর্বস্বতাও অর্থহীন। তবে বোলতার চাক অনেক নিখুঁত ও শক্তপোক্ত হয়। মধু থাকে কিন্তু মৌমাছির চাকে।

কোন পত্রিকার সৃষ্টির কারণ, অনুপ্রেরণা সঠিক ভাবে নির্ধারণ খুবই দুরূহ। সাধারণত বেশ কিছু ঘটনার সমাপতনেই সম্ভব হয় এই জন্ম । তেমনি গতিপথের দৈর্ঘ্যও নির্ভর করে অনেক কিছুর উপর, তার যে কোন একটির বিড়ম্বনাতেই, আবেগ অনেকসময় আর ভারসাম্য রাখতে পারে না। তবে মেধা, মনন, সৃজন, স্বেদবিন্দুর প্রেক্ষাপটেতৈরি পত্রিকার মৃত্যু কখনও কালের নিয়মে হয় না। পত্রিকার মৃত্যু সবসময়ই হয় অকালে। এই উপস্থাপনাটি শু হয়েছিল হয়েছে এবং হচ্ছে দিয়ে। ঝিসংসার থাকলে নিশ্চয় ঐসব হবেও। এটাই কালের নিয়ম। হ্যাঁ ওয়েবসাইট,ভিডিও ম্যাগাজিন সত্ত্বেও।

কৃতজ্ঞতা শ্রীযুক্ত প্রমোদাদিত্য মল্লিক, শ্রীযুক্ত বারিদবরণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত সন্দীপ দত্ত, শ্রীযুক্ত মানস দাস, শ্রীযুক্ত রতনলালা ঝিাস, শ্রীযুক্তা কবিতা রায়, শ্রীযুক্ত কল্যাণ মজুমদার ও আরও অনেক।